দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ OCT 04 2006
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৩

সংসদে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় এবং মাদ্রাসা শিক্ষা বিল পাস

ইসলামের নামে জনগণকে বিভ্রান্ত করতে বিল দু'টি পাস করা হয়েছে : বিরোধী দল

সংসদ রিপোর্টার

বাংলাদেশে মূলধারার মাদ্রাসা শিক্ষাকে চিরতরে ধ্বংস করে দেয়ার জন্য জনমত যাচাই ছাড়াই সরকার তড়িঘড়ি করে 'ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় (সংশোধনী) বিল ২০০৬' এবং 'মাদ্রাসা শিক্ষা (সংশোধনী) বিল-২০০৬' পাস করেছে। এ বিলের তীব্র বিরোধীতা করে সংসদে বিরোধী দলের সদস্যরা বলেছেন, সরকার ইসলামী শিক্ষার মানোন্নয়নের জন্য এই বিল আনেনি। এই বিল পাসের মাধ্যমে সরকারের মোনাফেকি চরিত্রের উন্মোচন হয়েছে। সরকারের অন্তিম সময়ে এই দু'টি পাসের উদ্দেশ্য হচ্ছে- ধর্মের নামে নির্বাচনের ৫-এর পৃঃ ৬-এর কঃ দেখুন

মাদ্রাসা শিক্ষা বিল পাস

প্রথম পৃষ্ঠার পর

বৈতরণী পার হওয়া। নির্বাচন এলেই বিএনপি ইসলামের জন্য মায়াকান্না শুরু করে। ইসলামের নামে জনগণকে বিভ্রান্ত করার জন্যই এই দু'টি বিল পাস করা হচ্ছে।

গতকাল (মঙ্গলবার) জাতীয় সংসদে বিল দু'টি পাসের জন্য উত্থাপন করলে পাসের আগে বিল দু'টি আগে জনমত যাচাই ও সংশোধনীর জন্য প্রস্তাব করেন প্রধান বিরোধী দল আওয়ামী লীগসহ অন্যান্য বিরোধী দলের সদস্যগণ। কিন্তু স্পীকার ব্যারিস্টার জমির উদ্দিন সরকার কণ্ঠভোটে বিরোধী দলীয় সদস্যদের জনমত যাচাই প্রস্তাব নাকচ করে দেন।

এই বিল দু'টোর ওপর জনমত যাচাইয়ের প্রস্তাব করে বক্তব্য রাখেন, আওয়ামী লীগের উপাধ্যক্ষ আবদুস শহীদ, এডভোকেট রহমত আলী, কর্নেল (অবঃ) ফারুক খান, শাজাহান খান, পঞ্চানন বিশ্বাস, আতিউর রহমান আতিক, কৃষক-শ্রমিক-জনতা লীগের বঙ্গবীর আবদুল কাদের সিদ্দিকী বীরোত্তম ও জাতীয় পার্টির গোলাম হাবিব দুলাল।

বিরোধী দলের হুইপ উপাধ্যক্ষ আবদুস শহীদ বলেন, নির্বাচন এলেই বিএনপি ইসলামের জন্য মায়াকান্না শুরু করে। কিন্তু নির্বাচনের পরে ইসলামের কথা ভুলে যায়। নির্বাচনকে সামনে রেখে দেশের ইসলাম প্রিয় মানুষকে ধোকা দেয়ার জন্যই মাদ্রাসা শিক্ষার মানোন্নয়নের নামে এই দু'টি বিল পাস করতে যাচ্ছে।

এডভোকেট রহমত আলী বলেন, দেশের কোটি প্রাণ মানুষের ধর্মীয় অনুভূতিকে পুঁজি করে সরকার তার পক্ষে ভোট টানার জন্যই এই বিল এনেছে। মাদ্রাসা শিক্ষার মানোন্নয়ন সরকারের উদ্দেশ্য নয়। জনগণের সাথে প্রতারণার উদ্দেশ্যেই এই আইন পাস হচ্ছে।

কর্নেল (অবঃ) ফারুক খান বলেন, এই সরকার একটি মোনাফেক সরকার।

জনগণের সাথে মোনাফেকি করার জন্যই এই বিল দু'টি আনা হয়েছে। নির্বাচনের আগে ইসলামের নামে জনগণের সাথে প্রতারণা করার জন্যই এই আইন হচ্ছে। এ সরকার মদের লাইসেন্স দেয়। আর জায়নামাজ ও খেজুরের উপর কর ধার্য করে।

শাজাহান খান বলেন, জামায়াতের সাথে জঙ্গিদের সম্পর্কের কারণে বাংলাদেশ আজ বিশ্বে জঙ্গি রাষ্ট্র হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। জামায়াতের মাদ্রাসাগুলোতে জঙ্গিদের ট্রেনিং দেয়া হচ্ছে। আসলে ইসলামের নামে জনগণকে বিভ্রান্ত করার জন্যই এই বিল পাস করা হচ্ছে।

বঙ্গবীর আবদুল কাদের সিদ্দিকী বীরোত্তম বলেন, সরকারের আর ১০/১২ কার্য দিবস রয়েছে। আসলে নির্বাচনী বৈতরণী পার হওয়ার জন্যই এই বিল দু'টি আনা হয়েছে। পবিত্র রমজান মাসে সরকার এই অনৈতিক কাজ করতে যাচ্ছে।

গোলাম হাবিব দুলাল বলেন, এ দেশের ওলামা-মাশায়েখরা স্বতন্ত্র আরবী বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে ফাজিল ও কামিলকে মান দেয়ার জন্য আন্দোলন করে যাচ্ছে। কিন্তু তাদের দাবীকে উপেক্ষা করে ফাজিল ও কামিলকে ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে মান দেয়ার জন্য এই বিল সংসদে পাসের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এই কারণেই এ ব্যাপারে জনমত যাচাইয়ের প্রস্তাব করেছি।

যুগ যুগ ধরে একটি ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আন্দোলন হলেও জোট সরকারের মেয়াদের গোড়ার দিক থেকে এ দাবী আদায়ে নিরবিচ্ছিন্ন কর্মতৎপরতা চালায় বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদার্রেছীন। জমিয়াতের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করেন দেশ বরেন্য আলেম-ওলামা, পীর-মাশায়েখ, ইসলামী চিন্তাবিদ, শিক্ষাবিদ, শিক্ষক-শিক্ষার্থীরাও। জোট সরকারামলে শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নে মনিরুজ্জামান শিক্ষা কমিশন ও মাদ্রাসা শিক্ষা সংস্কার কমিটিও এ বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করে। এক পর্যায়ে সরকারও সম্মত হয়। সরকারের পক্ষ থেকে নীতিগত সিদ্ধান্ত নেয়া হয় মাদ্রাসার ফাজিল, কামিল, ডিগ্রীকে স্নাতক, স্নাতকোত্তর মান দানের। এই মান দান এবং এফিলিয়েটিং ক্ষমতাসম্পন্ন ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দাবী সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে একটি মন্ত্রিসভা সাব কমিটিও করে দেয়া হয়।

ওই কমিটির একজন সদস্য এবং জোট সরকারের অন্যতম শরিক দলের শীর্ষব্যক্তি নানা কৌশল অবলম্বন করে পৃথক ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দাবীটিকে এড়িয়ে নিজেদের দলীয় স্বার্থ চরিতার্থ করতে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে ফাজিল কামিলের মান দানে মরিয়া হয়ে ওঠে। এ সিদ্ধান্তে গর্জে ওঠে দেশের আলেম-ওলামা, পীর-মাশায়েখ, মাদ্রাসা শিক্ষার পৃষ্ঠপোষক সকলে। প্রতিবাদে ভক্ত অনুরাগীদের নিয়ে বিশাল লংমার্চ করে ঢাকায় চলে আসেন পীরসাহেব আল্লামা ফুলতলী। এতে সরকারের টনকও নড়ে। প্রধানমন্ত্রী নিজ দপ্তরে আমন্ত্রণ জানিয়ে কথা বলেন, পীর সাহেব ফুলতলীর সাথে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে ফাজিল কামিলের মান দেয়া হবে না, এফিলিয়েটিং ক্ষমতাসম্পন্ন ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই ফাজিল কামিলের মান দেয়া হবে বলেও ফুলতলী পীর সাহেবকে প্রতিশ্রুতি দেন প্রধানমন্ত্রী। আর এ প্রতিশ্রুতির কারণে থেমে যায় সরকারের বিরুদ্ধে জমিয়াতুল মোদার্রেছীনসহ অন্যান্য ইসলামী দল ও সংগঠনের আন্দোলন কর্মসূচী। কিন্তু সে প্রতিশ্রুতি ভেঙ্গে নজিরবিহীন গোপনীয়তায় জোট সরকারের দেব সংসদ অধিবেশনে (চলতি অধিবেশন) ফাজিল কামমিলের মান দানে ইসলামী বি... মাদ্রাসা শিক্ষা আইন সংশোধনে বিল উত্থাপন করেন শিক্ষামন্ত্রী। প্রধান বিরোধী দল আওয়ামী লীগসহ অন্যান্য দলগুলো সংসদে এ বিল দু'টি বিলের তীব্র সমালোচনা করেন। বিরোধী দল থেকে জনমত যাচাইয়ের দাবী করা হলে তাও উপেক্ষা করে বিল দু'টি পাস করা হয়।